পেশাগত কাজে বাধার অভিযোগে ডিসির নিউজ বয়কটের ঘোষণা

সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের প্রতিবাদে একটি অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন সাংবাদিকরা। পরে জরুরি সভা করে জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের ঘোষণা দেন তারা।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে যৌন হয়রানি (ইভটিজিং), বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, মাদক, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আত্মহত্যা প্রতিরোধ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা মঙ্গলবার বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বিকেল ৪টার দিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

এতে দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড রোদ ও গরমে অপেক্ষা করতে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা এবং মসজিদের ইমামদের।

বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠান শুরু হলে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ভিডিও ধারণ করছিলেন। এসময় জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের ভিডিও ধারণ বন্ধ করতে বলেন এবং দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি সাংবাদিক কন্ট্রোল করবেন।” সাংবাদিকদের অভিযোগ, জনসম্মুখে মাইকে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান বয়কট করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরে তারা দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে জরুরি সভায় মিলিত হন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, “বিষয়টি দুঃখজনক।”

দামুড়হুদায় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকাল ৫টায় জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং উপজেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আয়োজনে ডুগডুগি বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩১ সদস্যবিশিষ্ট দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত এই কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে তরিফুল ইসলাম রানা এবং সদস্য সচিব হিসেবে সাইফুল ইসলাম মাস্টার মনোনীত হন।

অনুষ্ঠানে জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমন, জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক শাফায়াত হোসেন উজ্জ্বল, বিপ্লব হোসেন, জীবননগর উপজেল শাখার আহ্বায়ক বশির উন নাজির, সদস্য সচিব হাসান ইমানসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ ১৯৮২ সালে এরশাদ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় যখন ব্যানার নিয়ে আন্দোলন করা কঠিন ছিল, তখন এই সংগঠন শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের ব্যানারে রাজপথে মিছিল, সভা ও সমাবেশ করেছে এবং এরশাদ সরকারের পতনে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন পায়।

বক্তারা আরও বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে

সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। সভা শেষে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক আব্দুল হাই মিয়া ও ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমনের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত কমিটির সদস্যরা হলেন আহ্বায়ক: তরিফুল ইসলাম রানা, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক: মাহাবুব হাসান তিতাস, যুগ্ম আহ্বায়ক: আলামিন হক টরিক, মাহাবুব আলম, আরাফাত মল্লিক, নুহু মণ্ডল, সাইফুল ইসলাম, সহিদুল হক, জামাল উদ্দিন, আজগার আলী, এনামুল হক, উমর আলী, সদস্য সচিব: সাইফুল ইসলাম মাস্টারসহ মোট ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন। উল্লেখ্য, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর একটি সহযোগী সংগঠন।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে যাচাই-বাছাই শেষে সকল মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সকল প্রার্থীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা

হয়। যাচাই শেষে আসন দুটির ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করা হয়।

গত সোমবার সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ছয়জন এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুজন প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও জহুরুল ইসলাম, এবি পার্টির প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং এনসিপির প্রার্থী মোল্লা ফারুক এহসান।

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও বিজিএমইএ সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী নুর হাকিম, এবি পার্টির জেলা আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. জহুরুল ইসলাম।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় যে কোন একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল বলে গণ্য হবে মর্মে জানানো হয়।

এর আগে, সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনেই ১১ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলে হলফনামা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। চুয়াডাঙ্গা-১ (৭৯) ও চুয়াডাঙ্গা-২ (৮০) আসনের সকল প্রার্থীর হলফনামা যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। তাই সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর দুজন মনোনয়ন দাখিল করেন, দুটি মনোনয়পত্রই বৈধ হয়েছে। যেহেতু একই আসনে একই দলের দুজন প্রার্থী হতে পারবেন না। তাই প্রত্যাহারের শেষ সময়ের মধ্যে যে কোনো

একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল হবে।’

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ঘোষিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে (চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা) মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে (জীবননগর, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগের উদ্বোধনী ঘোষণা

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগ‘চিত্রা ভেন্যু’র খেলার শুভ সূচনা করা হয়েছে। সোমাবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এই জাতীয় ফুটবল লীগের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুবীর কুমার দাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

এসময় লীগ কমিটির চেয়ারম্যার সাবেক জাতীয় দলের ফুটবলার কায়সার হামিদ, সাঈদ হাসান কানন, নাজমুল হাসান লোভন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আহসানুজ্জামান ঝন্টুসহ স্থানিয় ও সাবেক ফুটবলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর সারাদেশে ৮টি ভেন্যুতে এই ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে ঝিনাইদহ ভেন্যুতে খুলনা বিভাগের ৮ জেলার ফুটবল দল দুইটি

গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঝিনাইদহ ভেনু্যুর দলগুলো হলো ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা দল।

উদ্বোধনী দিনে এ গ্রপের চারটি দল অংশ গ্রহন করে। প্রথম খেলায় নড়াইল অনুর্ধ্ব ১৭ দল ১-০ গোলে স্বাগতিক ঝিনাইদহ দলকে

পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় খেলায় সাতক্ষীরা দল মাগুরা দলের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে বিজয়ী হয়।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর এই ভেন্যুর চুড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য ঘোষণা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ০১ নম্বর দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ এস এম মাহবুব আলম দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি গত মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্ব-ব্যাখ্যাত পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন–২০০৯-এর ৩২(২) ধারা অনুযায়ী পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেন। একই আইনের ৩৫(১)(৬) ধারা অনুসারে চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়েছে।

পরবর্তীতে আইনগত ক্ষমতাবলে ৩৫(২)(১) ধারা অনুযায়ী ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি আনুষ্ঠানিকভাবে শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

গাংনীতে মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা বিএনপি’র

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের কার্যালয়ে এই যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, উপজেলা বিএনপি’র নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

যৌথসভায় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই বিএনপির একাংশের নেতাকর্মী আন্দোলন শুরু করে। তারা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে টায়ার জালিয়ে অবরোধ করে। পরের দিন সকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গ্রুপ ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

দফায় দফায় সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা

আসন্ন ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন নির্বাচনে “১নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন সর্বজনীন শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদ” এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ের সামনে আসন্ন ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ ১নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন সার্বজনীন শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদ প্যানেলের এই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।

এসময় ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি মজিরুল ইসলাম বিজু এ নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেন। আবু তারেক মেম্বারের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান অতিথি ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি টিপু সুলতান। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু এবং বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি মজিরুল ইসলাম বিজু, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মাবুদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক তুহিবুল হুদা তুহিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মোমিরুল ইসলাম রাজু।

ইউনিয়ন বিএনপি’র প্রচার সম্পাদক খন্দকার নাজমুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল মাবুদ পিন্টু মেম্বার, ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি মতিয়ার রহমান, আবুল হাসেম, সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান সেন্টু, উপজেলা যুবদলের সদস্য আবুজার, সেলিম রেজা, সাইফুল ইসলাম বদর, সাধন কুমার বিশ্বাস, সাইদুর রহমান, হাসমত, রাজাবুল, মকিবুল, জামান, শাকিবুল সহ স্কুল প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক সদস্য বিন্দু।

‘১নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন সার্বজনীন শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদ’ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন মোট ৫ জন। তারা হলেন- মোঃ আবু সাঈদ আলী, মোঃ আহসান হাবীব, মোঃ তরিকুল ইসলাম, মোঃ শামীম রেজা ও মহিলা অভিভাবক সদস্য মোছাঃ সাহার বানু। আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২৫ মঙ্গলবার এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটার সংখ্যা – ৪৫০ জন। সভাপতি বাদে মোট ৫টি পদের জন্য ১৪জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনী ইশতেহার এ ২০ বিষয়ে অঙ্গীকার দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো হলো, ” গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য মাসিক বেতন ফ্রি বা ক্ষেত্র বিশেষে হাফ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রী যেন পড়ার টেবিলে বসে, সেই কারণে স্কুলে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে ১টি করে প্রত্যেকটি সাবজেক্টে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে কোন ছেলে, মেয়ের কাছ থেকে আর্থিক লেনদেন করলে সেটার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের স্কুল থেকে যে সমস্ত মেধাবী ছাত্ররা পাশ করে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের আমরা ডেকে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ প্রদান করানোর জন্য চেষ্টা করবো।”

বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার কারণে এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে এনসিপির ১৩ দফা কর্মসূচি ঘোষণা

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে ‘কেমন মেহেরপুর চাই’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা করেছে ন্যাশনাল নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, মাদক

নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে ১৩ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

সেগুলো হলো- মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাসরুম ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন, কারিগরি ও ক্যারিয়ারমুখী শিক্ষায় জোর দেওয়া এবং মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও নার্সিং ইন্সটিটিউট চালুর উদ্যোগ। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও ওষুধ নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ উদ্যোগ। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও কৃষকের অধিকার রক্ষায় কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম নিশ্চিত, সহজলভ্য কৃষিঋণ, কৃষি বীমা চালু এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান। যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরিতে স্থানীয় শিল্প ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা (SME) প্রতিষ্ঠা, স্টার্টআপ ফান্ড চালু ও তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। নারীর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য নারীদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে মেহেরপুরে রেল যোগাযোগ চালু, আঞ্চলিক সড়ক ও মহাসড়কের উন্নয়ন, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ও গ্রামীণ রাস্তার আধুনিকীকরণ। শিল্প ও ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনে আম, পাট ও কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা। মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নিরাপত্তায় মাদক নির্মূলে কঠোর আইন প্রয়োগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণ সমাজকে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। পর্যটন ও সংস্কৃতি বিকাশে মেহেরপুরের পর্যটনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, স্থানীয় লোকসংগীত ও ঐতিহ্য বিশ্বে তুলে ধরা। দুর্নীতি দমন ও সুশাসনে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে নদী-খাল খনন ও পুনরুদ্ধার, গাছ লাগানো-সবুজায়ন কর্মসূচি এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার। ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নে প্রত্যেক ইউনিয়নে খেলার মাঠ সংরক্ষণ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং তরুণদের মাদকমুক্ত রাখতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।

মেহেরপুর পার্লামেন্ট গঠনের লক্ষ্যে জেলার স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়ন

পরিকল্পনায় জনগণের মতামত নিশ্চিত করতে সব দল-মতের প্রতিনিধিদের নিয়ে “মেহেরপুর পার্লামেন্ট” গঠন করা হবে। এতে জেলার বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমস্যা-সমাধান নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হবে।

এসময় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বি, সদস্য মোঃ তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব-ই-তৌহিদ রবিন, আমির হামজা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচী ঘোষণা শেষে শাকিল আহমাদ বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া এবং একটি শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, কর্মমুখী ও মাদকমুক্ত মেহেরপুর গড়ে তোলাই এনসিপির লক্ষ্য।

মতবিনিময় সভায় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বি, সদস্য মোঃ তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব-ই-তৌহিদ রবিন, আমির হামজাসহ জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মুর্শেদ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে হরিণাকুণ্ডুস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলার হাইস্কুল-কলেজসহ সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের নিয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: বাবুল হোসেনের সভাপতিত্বে শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহা: আবু বকর, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী মাও. তাজুল ইসলাম, জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের

সভাপতি সহকারী অধ্যাপক আলফাজ উদ্দীন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন, জোড়াদহ কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের নেতা হাসান হাফিজুর রহমান, সহকারী দেলোয়ার হোসেন, শিশু কলি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুল আওয়াল, দখলপুর আলিয়া মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষিকা মোমেনা খাতুন, সাবেক প্রধান শিক্ষক মসলেম উদ্দিন, মওলা বক্স, ওসমান গনী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শিক্ষক মো ইদ্রিস আলী ও মাহবুব মুর্শেদ শাহীন।

সমাবেশে উপজেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। অধ্যক্ষ মাও. আসাদুজ্জামান কে সভাপতি এবং সহকারী অধ্যাপক মাহবুব মুর্শেদ শাহীন কে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে উপজেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের আংশিক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন আমরা দীর্ঘদিন অনেক কষ্ট করেছি, বাড়িছাড়া হয়েছি, জেল, জুলুমের শিকার হয়েছি, এখন সময় এসেছে, সকলেই আদর্শবান হয়ে ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে হবে। আর এই ভূমিকার অগ্রভাগে থাকবে এদশের আদর্শ শিক্ষক সমাজ।

জীবননগর দৌলতগঞ্জসহ তিনটি স্থলবন্দর বন্ধের ঘোষণা

দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর থাকা চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অবস্থিত দৌলতগঞ্জ নীলফামারীর চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা। তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বতী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়।

এমন খবরে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো, তা এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে। তবে এই শুল্ক স্টেশন নিয়ে আশাবাদী ছিল জীবননগরবাসী।

জানা যায়, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর দৌলতগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দরটি শুল্ক স্টেশন হিসেবে চালু ছিল। তবে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯৭২ সালে এর কার্যক্রম পুনরায় চালু হলেও অজ্ঞাত কারণে এই শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই ও ২০০৯ সালের ১১ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবি) আর) প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সকল প্রকার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে। একইসাথে ১৯টি পণ্য আমদানির অনুমতি দেয়।

এরপর ২০১৩ সালের ৩১ জুলাই দৌলতগঞ্জ শুল্ক স্টেশনটিকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেছিল সরকার। একই বছরের ২৪ আগস্ট তৎকালীন নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্থলবন্দরের উদ্বোধন করলেও আলোর মুখ দেখেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হালিম বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই জীবননগরবাসী আশায় বুক বেধেছিলো এই স্থলবন্দর চালু হবে। স্থানীয় অর্থনীতির সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন হবে। আজকে বন্দর বন্ধের সংবাদ শুনে আশাহত হলাম।

আবাসিক হোটেলের ব্যবসায়ী আবু সাঈদ খান জুয়েল বলেন, দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর চালু হবে, এই আশায় আমার বাবা একটি আবিাসক হোটেল চালু করেছিল ২০০০ সালে। তবে বারবার আশা দেওয়া হলেও সেটি বাস্তবায়ন হয়িন। এই সংবাদ জীবননগরবাসীর জন্য দু:সংবাদ। জাসিন মারুফ বলেন, জীবননগরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো এ স্থলবন্দরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আজকের সংবাদে সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। এই স্থলবন্দর চালিলু হলে বেকারত্ব দূর হতো। একইসাত্থে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি হতো।

জানতে চাইলে সিঅ্যান্ডএফ এসোসিয়েশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাজেদুর রহমান লিটন বলেন, আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি। তাতে তারা জানিয়েছে অবকাঠামো কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। মূলত এটা তো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীনে। এনবিআর কিন্তু বন্ধের কোনো ষোঘণা দেয়নি।

তিনি বলেন, একদিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যেমন তাদের কার্যক্রম সীমিত করেছে, অপরদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অবকাঠনোর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছে। মাজেদুর রহমান লিটন আরও বলেন, যেহেতু দেশে এখনও কোনো রাজিনৈতিক সরকার নেই।

ভোটের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হবে। সুতরাং আমরা দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর নিয়ে আশাবাদী এখনও।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ মার্চ দেশের চারটি স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ রাখার সুপারিশ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। এই স্থলবন্দরগুলো হলো নীলফামারীর চিলাহাটি, চুয়াডাঙ্গার দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা।